

সূত্রঃ এলপিগ্যাস/বিইআরসি/গণশুনানী/মতামত/০০১

তারিখঃ ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং

বরাবর

মাননীয় চেয়ারম্যান,

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন,

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ বিইআরসি কর্তৃক এলপিগ্যাসের নির্ধারিত/পুনর্নির্ধারিত মূল্যহার (টারিফ) পরিবর্তনের বিষয়ে গণশুনানীতে বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ।

স্মারক নংঃ ২৮.০১.০০০০.০১২.১৭.০০২.২১.২৬৩৯।

মহোদয়,

আসসালামু আলাইকুম,

আগামী ১৩-১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এলপিগ্যাসের নির্ধারিত/পুনর্নির্ধারিত মূল্যহার (টারিফ) পরিবর্তনের আবেদন/প্রস্তাবের বিষয়ে গণশুনানীর আয়োজন করার জন্য আমরা বিইআরসি'কে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, সারাদেশে প্রায় ৩০০টিরও অধিক এলপিগ্যাস অটোগ্যাস স্টেশন চালু আছে। তাদের পক্ষ থেকে আমরা উক্ত গণশুনানীতে অংশগ্রহণ করব, ইনশাআল্লাহ। উক্ত গণশুনানীতে আমাদের বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

বিগত ১২ এপ্রিল, ২০২১ ইং তারিখ হতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক প্রণীত সৌদি সিপি অনুযায়ী ভোক্তাপর্যায় অটোগ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণের বিজ্ঞপ্তি আমরা পেয়ে আসছি এবং নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য বাস্তবায়নের জন্য সকল এলপিগ্যাস অটোগ্যাস স্টেশন মালিকবৃন্দকে উৎসাহিত করে আসছি। প্রতি মাসে বিক্রয়মূল্য পরিবর্তন ও তা বাস্তবায়নে স্টেশন মালিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সমস্যা ও মতামত আপনাদের সদয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হলো।

১. বিইআরসি'র নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য বাস্তবায়নে গ্রাহকপর্যায় জটিলতাঃ প্রতিমাসে নতুন বিক্রয়মূল্য কার্যকর করার কারণে স্টেশনে আগত প্রান্তিক ভোক্তা তথা বিভিন্ন গণপরিবহনের চালক/মালিক/শ্রমিক অকথ্য ভাষা ব্যবহার করছে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। গ্রাহকদের সাথে মালিকদের নিয়মিত ঝগড়া-বিবাদ হচ্ছে, সুসম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে এবং অধিকাংশ মালিকগণ তাদের নিয়মিত গ্রাহক হারাচ্ছেন। অপরদিকে অনেক পরিবহন মালিক তাদের এলপিগ্যাসের কনভার্সন পরিবর্তন করে পুনরায় সিএনজিতে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে মালিকগণ নিজেদের গ্রাহক ধরে রাখার জন্য এবং তাদের দৈনিক বিক্রয় অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বিইআরসি'র নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য অমান্য করতে বাধ্য হচ্ছেন। এমতাবস্থায় বিইআরসি'র নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য ১ (এক) বছরের জন্য বলবৎ রাখার জন্য প্রস্তাব করছি।



২. অটোগ্যাসের বিক্রয়মূল্য পরিবর্তনের সময় কাল নির্ধারণঃ অটোগ্যাসের বিক্রয়মূল্য প্রতি মাসে পরিবর্তিত হওয়ার দরুন সারা দেশের এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশনগুলোতে ব্যাপক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। যেহেতু যানবাহনের বিভিন্ন জ্বালানী যেমন সিএনজি, পেট্রোল, ডিজেল, অকটেন ইত্যাদির বিক্রয়মূল্য প্রত্যেক মাসে পরিবর্তন করা হয়না, সেহেতু এলপিজি অটোগ্যাসের বিক্রয়মূল্যও প্রত্যেক মাসে পরিবর্তন না করে বছরে ১ (এক) বার পরিবর্তন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। কেননা, বিক্রয়মূল্য অস্থিতিশীল হওয়ার কারণে গ্রাহকগণ তাদের যানবাহন এলপিজি'তে কনভার্সনে অনুৎসাহিত হচ্ছে। ফলে স্টেশন ও যানবাহনের মালিকগণ উভয়ই এবং সেই সাথে এই ব্যবসায়িক খাত মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিকল্প সাশ্রয়ী জ্বালানী হিসেবে এলপিজি সেক্টর নিয়ে সরকারের যে পরিকল্পনা ছিল তা বাস্তবায়ন এখন গুরুতরভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তাই এলপিজি অটোগ্যাসের বিক্রয়মূল্য আগামী ১ (এক) বৎসরের জন্য অপরিবর্তিত রাখার জন্য প্রস্তাব করছি।
৩. এলপিজি অটোগ্যাসের প্রস্তাবিত বিক্রয়মূল্যঃ স্টেশন মালিক এবং গ্রাহক উভয়ের স্বার্থ বিবেচনা করে আমরা জরিপ করে দেখেছি যে, সারাদেশে এলপিজি অটোগ্যাসের বিক্রয়মূল্য প্রতি লি. ৪৫/- টাকা করা হলে পরিবহনের বিকল্প সাশ্রয়ী জ্বালানী হিসেবে এলপিজি অটোগ্যাস জনপ্রিয় হবে। পরিবহন মালিকগণ এলপিজি অটোগ্যাস ব্যবহারে এবং তাদের যানবাহনগুলো এলপিজি'তে কনভার্সন করতে আগ্রহী হবে, অটোগ্যাস স্টেশনগুলোতে বিক্রয় বাড়বে, বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সুরক্ষিত হবে। আমরা গত এক বছরের সিপি এবং যাবতীয় ব্যয় পর্যালোচনা করে দেখেছি যে, অটোগ্যাসের বিক্রয়মূল্য প্রতি লি. ৪৫/- টাকা করা হলে, সিপি যখন বৃদ্ধি পাবে তখন স্টেশন মালিকদের কমিশন ২-৩/- টাকা হবে, আবার সিপি হ্রাস পেলে কমিশন ১০-১২/- টাকায় উন্নীত হবে। অর্থাৎ সারা বছরের গড় হিসেব করলে স্টেশন মালিকদের গড় কমিশন হবে ৮/- টাকা/লি থাকবে বলে আমরা আশা করছি। অপরদিকে, অটোগ্যাসের বিক্রয়মূল্য প্রতি লি. ৪৫/- টাকার বেশী হলে, এই জ্বালানী ব্যবহারে ভোক্তাদের অনীহা তৈরি হবে, পরিবহন মালিকগণ তাদের যানবাহন এলপিজি'তে কনভার্সন করতে আগ্রহী হবে না। চাহিদা না থাকার কারণে স্টেশনে তেমন বিক্রয়ও হবে না, ফলে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হবে। আমাদের প্রস্তাবনা এই যে, সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে সারাদেশে এলপিজি অটোগ্যাসের বিক্রয়মূল্য প্রতি লি. ৪৫/- টাকা করা হোক।
৪. এলপিজি অটোগ্যাসের প্রস্তাবিত ক্রয়মূল্যঃ অপারেটরগণ ফর্মুলা অনুযায়ী অর্থাৎ, “চলতি মাসের CP (প্রতি টন) + Premium ১৯০ ডলার (ভ্যাটসহ) (প্রতি টন) + পরিবহন চার্জ ৩০ ডলার (প্রতি টন)” অনুযায়ী স্টেশন মালিকদের কাছে গ্যাস সরবরাহ করবেন। উল্লেখ্য, যেসব স্টেশন মালিকগণ নিজস্ব পরিবহনে গ্যাস ক্রয় করবেন, তাদের জন্য পরিবহন চার্জ প্রযোজ্য হবে না। উক্ত প্রস্তাবনা বিবেচনার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।



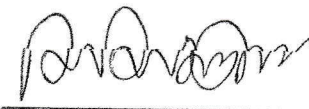
৫. এলপিগিজি অটোগ্যাসকে অন্যান্য বিকল্প জ্বালানীর বিক্রয়মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যকরণঃ যানবাহনে এলপিগিজি অটোগ্যাস একটি পরিবেশবান্ধব বিকল্প জ্বালানী হিসাবে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। যানবাহনে অটোগ্যাস ব্যবহারের ব্যয় অকটেন/পেট্রোলের তুলনায় অর্ধেক। অন্যদিকে দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ কমে যাওয়ায় সারাদেশে গ্যাসের সংকট দেখা দিয়েছে। বিকল্প সাশ্রয়ী জ্বালানী হিসাবে এলপিগিজি ব্যবহার শুরু হওয়ায় প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর চাপ কমে শুরু হয়েছে। অপরদিকে যেখানে সিএনজি গ্যাসের সুবিধা নেই সেসমস্ত এলাকায় এলপিগিজি অটোগ্যাস স্টেশন চালু হওয়ায় সাশ্রয়ী জ্বালানী হিসাবে এলপিগিজি অটোগ্যাসের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এলপিগিজি অটোগ্যাসের বিক্রয়মূল্য বেশী হলে, যানবাহনের বিকল্প সাশ্রয়ী জ্বালানী হিসেবে এলপিগিজি গ্রহণযোগ্যতা হারাতে পারে। ফলশ্রুতিতে, যানবাহনের এলপিগিজি'তে কনভার্সন ব্যাপকভাবে কমে যাবে এবং ইতোমধ্যে এলপিগিজি'তে রূপান্তরিত যানবাহনসমূহ পুনরায় সিএনজি'তে ফিরে যাবে। তাই এলপিগিজি অটোগ্যাস জনপ্রিয়করণে এবং এই ব্যবসায় বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ নিরাপদকরণে এলপিগিজি অটোগ্যাসের বিক্রয়মূল্য, অন্যান্য বিকল্প সাশ্রয়ী জ্বালানীর বিক্রয়মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া অতীব জরুরী।

৬. এলপিগিজি অটোগ্যাসকে অন্যান্য জ্বালানীর মূল্যহার নির্ধারণীর গণশুনানীর সাথে অন্তর্ভুক্তকরণঃ যানবাহনে ব্যবহৃত অন্যান্য জ্বালানী যেমন- সিএনজি, পেট্রোল, ডিজেল, অকটেন ইত্যাদির মতো এলপিগিজি অটোগ্যাসও যানবাহনের বিকল্প সাশ্রয়ী জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই ভোক্তাপর্যায়ে অটোগ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণীর গণশুনানী, রান্নার কাজে ব্যবহৃত এলপিগিজি'র মূল্যহার নির্ধারণীর গণশুনানী থেকে পৃথক করে যানবাহনের অন্যান্য জ্বালানীর মূল্যহার নির্ধারণীর গণশুনানীর সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

মহোদয়ের নিকট বিনীত আরজি এই যে, সারাদেশে সকল অটোগ্যাস স্টেশনে বিইআরসি'র নির্ধারিত এলপিগিজি'র বিক্রয়মূল্য বাস্তবায়নে এবং চলমান বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এলপিগিজি অটোগ্যাস ব্যবসাকে নিরাপদ এবং বিনিয়োগ বান্ধব করে তুলতে বিইআরসি'কে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি।

উক্ত বিষয়ে আপনার সহযোগিতা একান্তভাবে বঙ্গম্য।

নিবেদক,



মোহাম্মাদ সিরাজুল মাওলা
সভাপতি

